Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501052 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Philosopher Dwijendralal Roy, the creator of the magazine 'Bharatbarsha' in the spirit of homeland

স্বদেশ চেতনায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার রূপকার দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

Dr. Poulami Malik
Assistant Professor
Gita Teachers Training college
Suri, Birbhum

Received on: 27th April 2026
Accepted on: 22nd May 2026

Abstract:
Self-reliant Bengali culture and literature got momentum in 19th century. All facets of humanity and prolific literary expressions have fostered uninterruptedly during that time. Self-reliant Bengali journals have emerged during the end of the century, expressed the axiom of nationalism by very many literary stalwarts of that time. Sri Gurudas Chattopadhyay, a renowned publisher had distributed a leaflet regarding the emergence of a journal on 7th Chaitra 1319 in Bengali calendar (English calendar 1913) The leaflet stated expressively that a renowned dramatist, poet as well as nationalistic leader Dwijendralal Roy will take the responsibility of editorship of the journal 'Bharatbarsha'. The first issue of the journal was published in 1913 (Bengali calendar 1320). In its introductory editorial message, D.L Roy the main architect expressed fundamental philosophy and planning of the journal. This journal expresses gratitude and high respect to 'Bharatmata' through his mystic and patriotic emotions. The journal gained momentum and prosperity in 20th century through creative literary works with its essence, the motto of nationalism. The main philosophy of the journal was to unite the culture of Bengal by means of literature. His philosophical thinking and erudite writing an exemplar of literature and literary art of Bengali culture of the 20th century.

Key Words:
Nationalism, Aryagatha, Bharatmata, Bharatbarsha, Editorial planning.

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা বিংশ শতকের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা। বিংশ শতকের এই সাহিত্যিক পত্রিকাটি আধুনিক বাঙালির মনন চিন্তনের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য-এ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ঊনবিংশ শতকের রেনেস্যান্ট বাঙালির স্বদেশি সাহিত্য চেতনার এক উপযুক্ত ধারক। তাঁর স্বদেশ চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আর্যগাথা’ (১ম ভাগ ১৮৮২)। তাঁর কথায়, “১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে ‘আর্যগাথা’ নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়।”[১] সংগীত ও সাহিত্য জগতের তাঁর প্রবেশ অল্প বয়স থেকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পারিবারিক পরিবেশ সাহিত্য সংস্কৃতির অনুকূল ছিল। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ও মাতা প্রসন্নময়ী দেবীর তিনি সর্বকনিষ্ঠ সপ্তম পুত্র সন্তান। তাঁর তৃতীয় ভাই জ্ঞানেন্দ্র রায় ‘বঙ্গাবাসী’, ‘পতাকা’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

বিংশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক পত্রিকা ‘ভারতবর্ষ। পত্রিকাটির রূপকার ও পরিকল্পক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘সূচনা’ অংশে ফুটে ওঠে পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতা ও তাঁর স্বদেশচেতনা এবং সাহিত্যিক প্রকাশ এই ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকাটি, “যেদিন এই সাহিত্যের ঝঙ্কার সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকর্ষ হইয়া শুনিবে, আর এই মাসিক পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইবে... সেদিন আসিবে। সেদিন বহুদূর নয়।”[২] বিংশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকাটি বিংশ শতকের এক অন্যতম সাহিত্যিক মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাংস্কৃতিক পরিশীলিত চিন্তাভাবনা ও তাঁর যুক্তিভিত্তিক সাহিত্যিক সচেতনতা সর্বোপরি সাহিত্যিক রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতনতা পত্রিকাটিকে অন্যতম ‘আদর্শ’ হিসাবে তুলে ধরে। বাংলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রের ঐতিহাসিক সার্থকতা নির্দেশ করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন — “১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে, বাংলা গদ্য সাহিত্য এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্য প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে।... শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদপ্রভাকর... সোমপ্রকাশ, বঙ্গাদর্শন ভারতী,... সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।”[৩] স্বাদেশিকতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অপর বৈশিষ্ট্য হওয়ায় বঙ্গাভঙ্গের সময় থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর চিন্তাধারা পরোক্ষে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। তাঁর লেখায়, কাব্যে ও নাটকে সর্বদাই স্বাদেশিকতার আদর্শ ও নীতি অনুসৃত হয়েছে — “ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক চরিত মালায় ৬৯ সংখ্যক গ্রন্থানুসারে ‘সাজাহান’ (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ত্রয়োবিংশ রচনা... নূরজাহান (১৯০৮) এবং ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১)। এই তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক নাট্যকারের প্রায় সমকালীন রচনা। এই সময়টি ছিল তাঁর প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়।”[৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন না। তাঁর স্বাতন্ত্র্য গানে কবিতায় নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাতন্ত্র্যের মূলে ছিল তাঁর মনন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর গান, বক্তৃতা পরিবেশনে, নাট্যরচনায় তাঁর ব্যতিক্রমী অনন্যতা ফুটে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে বছর বিএ পরীক্ষা দেন সেই বছর তাঁর প্রথম কাব্য ‘আর্যগাথা’ (১৮৮২) প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে বিলাতে যান স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য। তিন বছর পর দেশে ফিরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তাঁর ‘আর্যগাথা’ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রচনা সম্পর্কে প্রশংসা সূচক বক্তব্য রাখেন, “দ্বিজেন্দ্রলালের মন্ত্র কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ ওই ১৩০৯ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘বঙ্গাদর্শন’ পত্রিকায় এই বইয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ওই নবপর্যায় ‘বঙ্গাদর্শনে’র সম্পাদক।”[৫]

‘আর্যগাথা’য় তাঁর মুখ্য লেখার বিষয় ছিল দেশপ্রেম। তাঁর লেখার ক্ষেত্রে পৌরুষতা, বুদ্ধিমার্জিত মননশীলতা সমাজচেতনার এক মিশ্রণ দেখা যায়। উনিশ শতকীয় দেশীয় লিখনের সঙ্গে পাশ্চাত্য লেখ্য রীতির মিশ্রণও দেখা যায়। তার পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যতিক্রমী চিন্তায় অভিব্যক্তি। তিনি দেশপ্রেম মূলক নাটক লিখনে ভারতীয় ইতিহাসকে আশ্রয় করেছিলেন। সমসাময়িক পরাধীনতার গ্লানি স্বাধীনতার স্পৃহা, দেশরক্ষার ব্রত, স্বদেশের প্রতি আবেগ, প্রকাশিত হয়েছে ও সমকালে যা দেশপ্রেমের সুপ্ত অনুভবকে জাগিয়ে তুলেছে। যা তৎকালীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী হয়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আগমন কালে জাতীয়তাবোধ বাঙালির সাহিত্যচিন্তায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই সময়ে স্বদেশি আন্দোলনের নানা কর্মকাণ্ড জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর কথা — “দ্বিজুর

© Santiniketan Sahityapath

চরিত্র চিরদিনই এক। তখনও সেই স্নেহ সেই মাধুর্য।... চিরদিনই সেই গান, সেই কবিতানুরাগ সেই মুখ ভরা হাঁসি, প্রাণখোলা আলাপ, তাঁহাকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল।"[৬]

নাটকের গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা স্মরণ যোগ্য। তাঁর গানগুলির ভাব ও ছন্দ অন্তরের বাসনা আনন্দ বেদনার রূপ ফুটে উঠেছে। তাঁর গানগুলি কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। রোমান্টিক, প্রমোদ ও কৌতুক গান, তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। তবে তাঁর গানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বাদেশিক সংগীতে। এই গানগুলি মহৎ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হয়েছে। তাঁর স্বদেশি গানগুলিতে ফুটে উঠেছে ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য, ও সুউচ্চ আদর্শবাদ। যা তাঁর কাব্য ও নাটকগুলিকে উদ্দীপনাময় সংগ্রামী জগতের দিকনির্দেশ করে — "এই সঙ্গীতগুলির ভাব যেমন ঋজু স্পষ্ট ও জোরালো, ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত। এগুলির মধ্যে দেশমাতৃকার যে রূপ অঙ্কিত হয়েছে তাতে অতীতে গৌরব, বর্তমানের... ও ভবিষ্যতের ভাস্বর মহিমা মিশে রয়েছে।"[৭]

তাঁর বন্ধুপ্রীতি ও শিশুপ্রীতি ছিল উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ইভনিং' ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এঁদের তিনি স্বয়ং অভিনয় শিক্ষা দিতেন। এদের আশ্রয় করে তিনি মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ১৯০৭ সালে ২৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মনোবাসনা ছিল ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে একটা ক্লাব ম্যাগাজিন প্রকাশ করার। প্রথমে অর্থব্যয়ের হিসেবে অসম্ভব মনে হলেও হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থভার গ্রহণে তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন "বেশ, তাহলে এ কাগজ এখনই বাহির হউক। আমিও খুব শীঘ্র পেন্সন লইয়া নিজেকে ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়া দিব।"[৯]

পত্রিকাটির রূপকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদনা কার্যের শুরুতে ঋগ্‌বেদীয় স্বস্তিবাচন দিয়ে পত্রিকাটির সূচনা ঘটিয়েছেন।

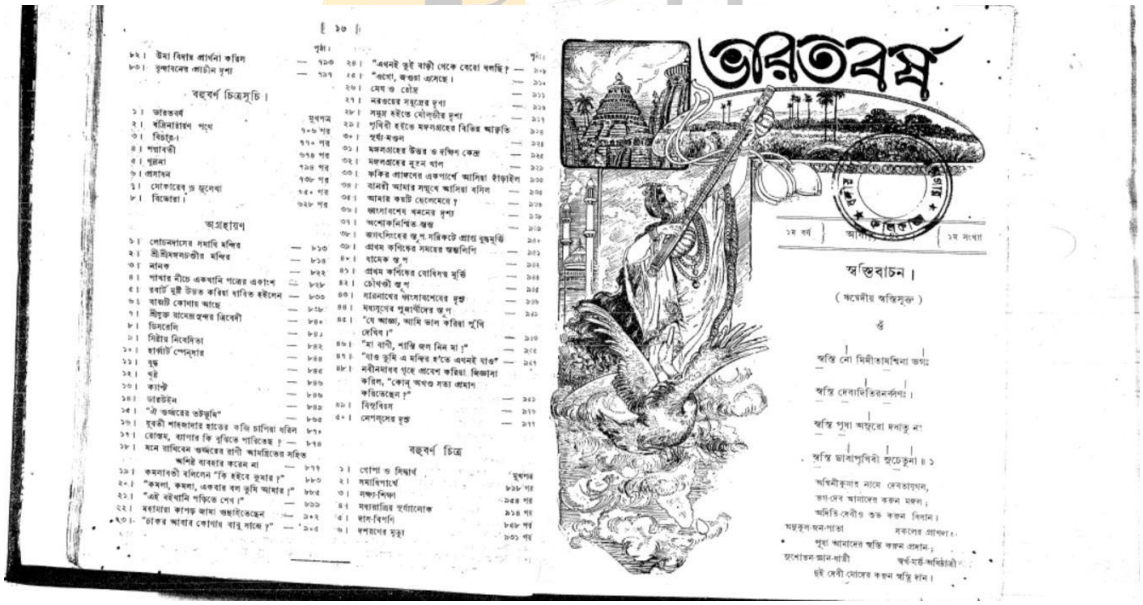

চিত্র-১ [১০]

পত্রিকাটির রূপকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম সম্পাদকীয় 'সূচনা'য় ফুটে ওঠে পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ও দর্শন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি ভারতমাতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এক অনন্য মাত্রা দান করেছে —

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!

...

বন্দিল সবে, 'জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি

...

গাইল 'জয় মা জগ্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ'

© Santiniketan Sahityapath

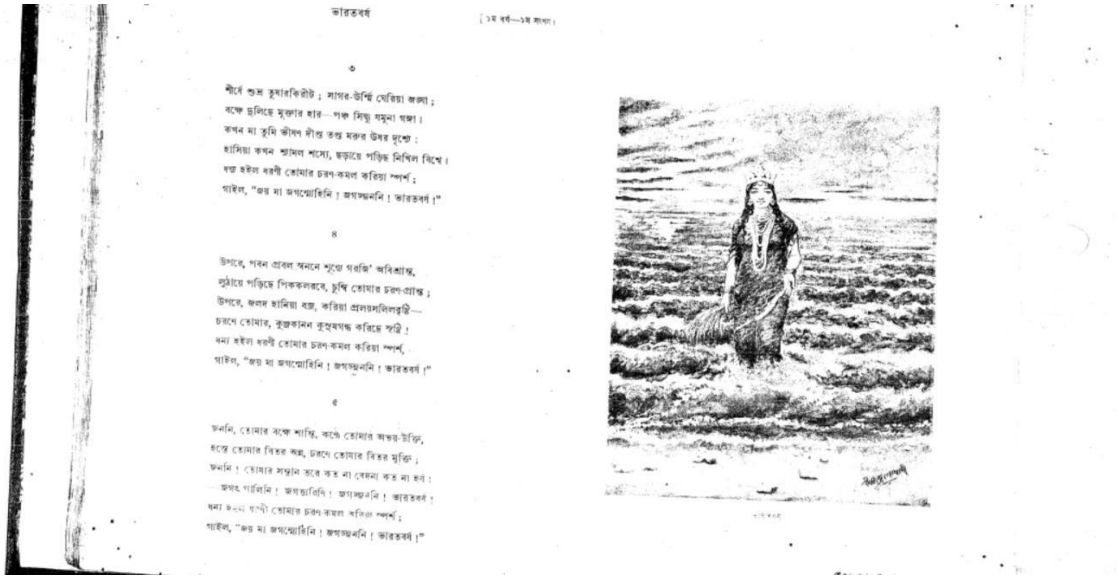

ভারতবর্ষ

৩

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট ; সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”

৪

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি’ অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়সলিলবৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”

৫

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
—জগৎ-পালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”

চিত্র-২[১১]

ভারতবর্ষীয় সংস্কার মেনে প্রধান অপ্রধান সমস্ত দেবতাগণের কাছে স্বস্তি-আশীর্বাদ কামনা করে সম্পাদনা পরিকল্পনায় এগিয়েছেন।

স্বস্তিবাচনটি লিখেছেন শ্যামাচরণ কবিরত্ন। দেবলোক থেকে ‘ভারতবর্ষে’র প্রতি যেন আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। শাশ্বত সনাতন ধারার নবায়ন ঘটিয়ে অপরা ও পরা বিদ্যা মিলিত করে পুরাণের সমাবেশ ঘটিয়ে সাহিত্যজগতের সমস্ত জনগণকে দেবাশির্বাদ স্নাত করতে চেয়েছেন। আধুনিক যুগের মধ্যেও তিনি প্রথা মেনে মধ্যযুগীয় সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের গভীর সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করে পত্রিকার নামকরণের সার্থকতা খুঁজতে চেয়েছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যথার্থই বলেছেন — “দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন,... তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙ্গালীর পথপ্রদর্শক তিনি স্বদেশীতন্ত্রের মহাকবি।”[১৩]

পত্রিকাটিকে তিনি তাঁর চিন্তাধারায় প্রগতিশীলতার সঙ্গো সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ মননশীল ও চিন্তার প্রগতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিশ শতকীয় বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকদের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। এই পত্রিকাটি এক পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী রূপে সমাজের সাহিত্যিক জীবননিষ্ঠ ভাবাদর্শ নানারূপ ফুটে উঠেছে। সাহিত্যকর্ম সমাপনের জন্য শুভবিধান চেয়েছেন। স্বস্তিবাচনটির মধ্যে কবির মনোবাসনা ছিল বিশ্বদেবতা যেন সাহিত্য বিশ্বের প্রতি অনুকূল হন। ইষ্টদাতা অহিংসক সাধুজনের কাছে যেন ‘ভারতবর্ষ’র সেবক, পাঠক অভয়বর পেয়ে সঠিক পথে এগিয়ে যায়। “ভারতবর্ষ পত্রিকার সূচনা হিসাবে সম্পাদকীয় যে প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখে রেখে যান, তার মধ্যে একভাবে রবীন্দ্র স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়, আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গাসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight হইতেন।”[১৪]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকের কথা, লেখক পেশাবৃত্তি ধারীদের কথা, মহিলাদের জন্য বিশেষ সম্মানের স্থান তৈরির কথা রূপকার ও সম্পাদক হিসাবে তিনি ভেবেছিলেন। পত্রিকার বিজ্ঞাপন কৌশল নানা ধরণের লেখনী পত্রিকার অনুবর্তী হয়েছিল। মৃত্যুপূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেভাবে ‘ভারতবর্ষ সম্পাদনার কথা ভেবেছিলেন সেই আদর্শকেই শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু সম্পাদক জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯)। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, “সরাসরি স্মরণ না করেও পরবর্তীকালে তাঁর আদর্শকেই সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।”[১৫] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই অভিনব চিন্তা তৎকালীন বাঙালির সাহিত্যজীবন ও দর্শন এক বড়ো প্রাপ্তি। বিশ শতকীয় জীবনের খণ্ড খণ্ড সত্য বাঙালি মননে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঙালির জীবনচর্যায় এক সর্বজন গ্রাহ্য সত্য হয়ে ওঠে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যসূত্র:

১। ‘দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও শিল্পিমানস’, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা, পৃ. ১২
২। ‘ভারতবর্ষ’ ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২০, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলকাতা, পৃ. ৬
৩। ‘জনপ্রিয় চারটি পত্রিকা, প্রবাসী-ভারতবর্ষ-মাসিক বসুমতী-বিচিত্রা, সুরজিৎ বসু, দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র, স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩৭৭
৪। ‘দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান’, নির্মলেন্দু ভৌমিক, শিলালিপি পাবলিশার্স, ৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা, অগস্ট ২০১৭ পৃ. ৯
৫। ‘রবীন্দ্রনাথ ও পঞ্চকবি’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়’, গোপালচন্দ্র রায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ২৯
৬। ‘দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও শিল্পিমানস’, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা, পৃ. ১৪
৭। ‘নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ’, অজিতকুমার ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১৭৫
৮। ‘দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও শিল্পিমানস’, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা, পৃ. ৩২
৯। ‘জলধর সেন ও ভারতবর্ষ’, বারিদবরণ ঘোষ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, সম্পাদনা সাগরময় ঘোষ, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা, পৃ. ৭০
১০। চিত্র-১
১১। চিত্র-২
১২। ‘ভারতবর্ষ’ ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২০, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলকাতা, পৃ. ২
১৩। ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’, দেবকুমার রায়চৌধুরী, বিরাম, বরিশাল, ৮২০০, ১২ই ভাদ্র, ১৩২৪ সন, পৃ. ৪৫০
১৪। ‘ভারতবর্ষ’ ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২০, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলকাতা, পৃ. ৫
১৫। ‘ভারতবর্ষ’র রবীন্দ্রনাথ’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রো কলকাতা, জানুআরি ২০১৫, পৃ. ভূমিকা ৬

—

© Santiniketan Sahityapath